لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ৩০শে এপ্রিল ১৯৬৩ সন ২৪শ সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আই:)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ	..	১
২।	হাদিস ..	..	৪
৩।	মুসলমান ছাত্রদিগকে অমূল্য উপদেশ	..	৮
৪।	হজ্জের গুরত্ব সম্বন্ধে একটি হাদিস	..	১৫
৫।	অনশন হরতাল	..	১৭
৬।	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এর কথামৃত	..	২০
৭।	ঈদুল্-আয্হার একটি খুৎবা	..	২৫
৮।	বড় ও প্রকৃত ঈদ	..	৩২
৯।	ঈদুল্-আয্হার জরুরী মসায়েল	..	৩৮

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ৩০শে এপ্রিল : ১৯৬৩ সন : ২৪শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বকরাহ্

অষ্টবিংশ রুকূ

২২৩। (হে মুহাম্মদ) লোক তোমাকে ঋতুর (সময় স্ত্রী গমন) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বলিয়া দাও উহা অনিষ্টজনক। অতএব ঋতু কালে স্ত্রীলোকদের (সহিত সঙ্গম হইতে) দূরে থাকিও এবং তাহারা যে পর্যন্ত শুচি না হয় সে পর্যন্ত তাহাদের (সহিত সঙ্গম করার) নিকটবর্তী হইও না। যখন তাহারা স্নান পূর্বক শৌচ সম্পন্না হইবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে তাহাদের নিকট আগমন করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারিগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারিগণকেও ভালবাসেন।

২২৪। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য কৃষি ক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের ক্ষেত্রে যখন যেভাবে ইচ্ছা তোমারা আগমন কর। এবং (উহা দ্বারা) নিজেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল (বংশ) কামনা কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দান কর।

২২৫। এবং তোমরা শপথ কালে আল্লাহ্‌কে এমনভাবে অন্তরায়রূপে দাঁড় করিও না যে তোমাদিগকে পুণ্যকার্য, সংযম ও জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিরত থাকিতে হয়। এবং আল্লাহ্‌ (প্রত্যেক কথা) সম্যক শুনেন, (প্রত্যেক বিষয়) সম্যক জানেন।

২২৬। আল্লাহ্‌ তোমাদের অযথা শপথগুলির (হিসাবের) জন্য তোমদিগকে ধরিবেন না কিন্তু তোমরা অন্তরের সহিত যে শপথ করিবে, তাহার হিসাবের জন্য তোমাদিগকে ধরিবেন। এবং আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

২২৭। যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবে না বলিয়া শপথ করিয়া তাহাদের হ তে পৃথক থাকে, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করার (ঊর্ধতম) মিয়াদ চারি মাস। যদি তাহারা (ইতিমধ্যেই) শপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে (জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, বারবার দয়াকারী।

২২৮। এবং যদি তাহারা (এই শপথ দ্বারা) তালাকের সঙ্কল্প করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (প্রত্যেক কথা) সম্যক শুনেন, (প্রত্যেক বিষয়) সম্যক জানেন।

২২৯। এবং তালাক প্রদত্তা নারিগণ নিজদিগকে তিন ঋতুকাল (পর্যন্ত বিবাহ হইতে) বিরত রাখিবে এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের জরায়ুতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের বৈধ জন্য নহে, যদি প্রকৃতপক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে; এবং তাহাদের স্বামী ঐ (ইদ্দত) কাল মধ্যে তাহাদিগকে (পুনরায় যওজীয়তে) ফিরাইয়া আনার অধিকতর উপযোগী, যদি তাহারা সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করে। এবং স্ত্রীগণের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে তাহাদের স্বামীর উপর, যেমন (স্বামীদের) অধিকার আছে তাহাদের উপর। তবে নারিগণের উপর পুরুষদের জন্য একটা (প্রভুত্বের) স্তর রহিয়াছে। এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

ঊনত্রিংশ রুকু

১৩০। তালাক (দেওয়ার বিধান পর্যায়ক্রমে) দুই বার। তৎপর যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ

অথবা সদয়ভাবে ত্যাগ করা উচিত। এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছ, তাহা হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে, তবে যদি স্বামী স্ত্রী আশঙ্কা করে যে তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলি পালন করিতে পারিবে না, অতএব তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তাহারা (স্বামী স্ত্রী) আল্লার বিধান সমূহ পালন করিতে পারিবে না, তাহা হইলে উভয়ের (মধ্যে কাহারও) পাপ হইবে না যে স্ত্রী তালাকের জন্য (স্বামীকে) বিনিময় দান করিবে। এই গুলি আল্লাহ্-তা'লার নির্দেশ। সুতরাং উহা লঙ্ঘন করিও না। যাহারা আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) সীমাগুলি অতিক্রম করে, তাহারাই অত্যাচারী।

২৩১। যদি স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয় বার তালক দেয়, তবে ঐ তালাকের পর স্ত্রী স্বামীর বৈধ থাকিবে না যে, পর্যন্ত না সে পূর্ব স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষকে বিবাহ করিবে। যদি দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে (আবার) তালাক দেয়, তবে ঐ স্ত্রী এবং প্রথম স্বামীর কোন পাপ হইবে না তাহাদের পুনর্বিবাহে, যদি তাহারা বিশ্বাস করে যে তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিতে পারিবে। এই গুলি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা। তিনি ঐ গুলি (বিশেষভাবে) জ্ঞানী লোকদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন।

২৩২। যখন তোমরা (বিধান অনুসারে) তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দতের সীমায় উপনীত হয়, তখন তাহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ কর, অথবা যথাভাবে পরিত্যাগ কর এবং অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে গ্রহণ করিও না। যে এরূপ করিবে, নিশ্চয় সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিবে। এবং (অপব্যবহার পূর্বক) আল্লাহ্‌র হুকুমগুলিকে উপহাস স্থলে পরিণত করিও না। এবং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে নিয়মত দান করিয়াছেন অর্থাৎ তোমাদের প্রতি কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়েরই সম্যক জ্ঞানী।

হাদিস

মুকার্‌রাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব
(মুরব্বী, সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া)

(১)

وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النھر یقال لہ الحارث حراث علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یوطن او یمکن لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب علی کل مؤمن نصرہ او اجابتہ - رواہ ابو داؤد -

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত : রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন : "নহরের পরপার বা পারস্য হইতে এক ব্যক্তি যাহের হইবেন। তাঁহাকে 'আল্‌ হারেস-হাররাস' বা প্রধান জমিদার বলা হইবে। তাঁহার অগ্রভাগে এক ব্যক্তি থাকিবেন, তাঁহাকে 'মনসুর' বলা হইবে। তিনি হযরত মুহাম্মদের (দঃ) 'আল' বা আওলাদকে সেইভাবে স্থান দিবেন বা সাহায্য করিবেন, যেভাবে কোরায়েশগণ আঁহযরত (দঃ)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করা এবং তাঁহার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য।" ['আবু দাউদ']

এই হাদিসে বর্ণিত 'আল্‌-হারেস হাররাস' আখেরী যামানার ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যিনি কাদিয়ানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তাঁহার উর্ধতন পুরুষ মির্যা হাদীবেগ নহেরের পরপার খোরাসান হইতে পাক ভারতে আগমন করেন। দিল্লীর মোঘল সম্রাট তাঁহাকে বিরাট জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব দান করেন। তিনি বিপাসা নদীর তীরে তাহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইহার নাম কাদিয়ান। এখানেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসিহে মওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁহার অগ্রভাগে বা পুরুভাবে যিনি কাজ করেন ইনি হইলেন হযরত খলিফাতুল মসিহ্ ১ম। তিনি এইভাবে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সাহায্য করেন যে উহার ফলে তিনি তাঁহার প্রভু ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) নিকট হইতে 'মনসুর' উপাধি লাভ করেন। ('ফতেহ ইস্‌লাম' দ্রষ্টব্য)

যেহেতু এই হাদিসে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে প্রধান জমিদার বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, এ কারণে তাঁহার আগমনের ফলে কৃষি কাজে খুবই উন্নতি হইবে। অন্য আহাদিসেও আখেরী যমানায় কৃষি কাজে বহু উন্নতি হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। আমরা সেই হাদিসগুলিও আগামীতে, ইন্শাআল্লাহ্, পেশ করিব।

এই হাদিসে এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার সাহায্য করা এবং তাঁহার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় মুসলিম জাতি আঁ-হযরত (দঃ)-এর এই নির্দেশের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে নাই, বরং চরম অবজ্ঞাই দেখাইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী কে? যাঁহারা আঁ-হযরতের (দঃ 'নায়েব' বলিয়া নিজদিগকে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন, সেই সব আলেমগণ নহেন কি?

(২)

وعن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده - رواه الترمذى -

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন: "যাঁহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ আছে তাঁহার শপথ করিয়া করিয়া বলিতেছি যে কেয়ামত কায়েম হইবে না, যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং জুতার ফিতা কথা বলিবে, এবং উরুদেশ সাক্ষী দিবে তাহার অনুপস্থিত কালে তাহার পরিজন কি নূতন কর্ম করিয়াছে।" ('তিরমিযি')

বর্তমান যান্ত্রিক যুগ সম্পর্কে এই হাদিসে বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেমন হিংস্র প্রাণী মানুষের সহিত কথা বলা। আজকাল সার্কাসে এই জাতীয় হিংস্র প্রাণীকে কথা বলা শিখান হইতেছে এবং আরো অনেক খেলা প্রদর্শন করা হইতেছে। যত্রতত্র ট্রানজিটার ব্যবহার হইয়া এবং টেপরেকর্ড কায়েম হইয়া হাদিসের সত্যতার সাক্ষী দিতেছে। আঁ-হযরতের (দঃ) হাদিস পাঠ করিলে সত্য সত্যই ভবিষ্যৎ জগতের বহু অজানা রহস্য জানিতে পারা যায়। তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সংঘঠিত হইবে, সবই আঁ-হযরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে পাওয়া যায়।

اللهم صلى على محمد وآله وسلم -

(৩)

وعن ابى قتادة قال قال رسول
الله عليه وسلم الايات بعد المائتين -
رواه ابن ماجة -

হযরত আবু কাতাদা হইতে বর্ণিত : আঁ-হযরত(দঃ) বলিয়াছেন : "নিদর্শনগুলি দুইশত বৎসর পর দেখা দিবে।" ('ইব্‌নে মাজা')

হাদিস বিশারদ পণ্ডিতগণ এই হাদিস সম্পর্কে বহু গবেষণা করিয়াছেন। 'দুই শত' বৎসরের মধ্যে এমন কোন নিদর্শনের সন্ধান না পাইয়া আল্লামা ইবনুল জওযীর ন্যায় বিখ্যাত আলেমও ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। আবার অনেকেই এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহারা হাদিসকে মিথ্যা বলিতে সাহস করেন নাই। তবুও এই যুগের অজ্ঞ আলেমগণ এ সম্পর্কে কিছু না বুঝিয়া হাদিসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বড়ই আক্ষেপের বিষয় তাঁহারা যদি পূর্বেকার সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ আলেমগণর গবেষণা সম্পর্কে সম্যক অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহারা এই হাদিসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার দুঃসাহস করিতেন না। আল্লামা সফিউদ্দীন, হযরত মোল্লা আলী কারী প্রভৃতি সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ আলেমগণও এই হাদিসের বিষয় বস্তু লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে হাদিসের সনদ সম্পর্কে কোন ত্রুটি নাই। সত্য সত্যই আঁ-হযরত (দঃ)-এর হাদিস সহী হইলে উহার প্রকৃত ব্যখ্যা কি হইতে পারে—এই নিয়া বহুকাল যাবৎ তাঁহাদের মধ্যে গবেষণা চলিতে থাকে। হযরত মোল্লা আলী 'মিরকাত শরহে মিশকাত' নামক গ্রন্থে তাঁহার এক কাশেফর বর্ণনা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন :

(৪)

اللام الالف واللام فى المائتين
للعهد اى بعد المائتين بعد الالف وهو
وقت ظهور المهدى و خروج الدجال و
ياجوج و ماجوج و دابة الارض الاخر
(مرقاة شرح مشكوة)

অর্থাৎ "المائتين"। এর মধ্যে যে আলেফ লাম আছে উহা আহ্‌দের জন্য। অর্থাৎ উহা সেই দুই শত বৎসর যাহা হাজার বৎসর পর আসিবে। উহাই ইমাম মাহ্‌দী, যাহের হইবার সময়, এবং দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ এবং দাব্বাতুল আরজ বাহির হইবার সময়। বার শত বাৎসরের পর অর্থাং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইমাম মাহদীর লক্ষণগুলি দেখা দিবে।" হাদিসের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই

'দাজ্জাল' খৃষ্টান পাদ্রী, 'দাব্বাতুল' অধ্যাত্মিকতা হইতে বঞ্চিত আলেগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং ইয়াজুজ মাজুজের জাতি অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হইয়া হযরত ইমাম মাহ্দী মসিহে মাওউদ (আঃ) এর আগমনের কারণ ঘটিয়াছে। 'দাজ্জাতুল আরজ 'দাজ্জাল' ইয়াজুজ মাজুজ' সম্পর্কে আহাদিসের ব্যখ্যা বারান্তরে আমরা যথাস্থানে দিতে চেষ্টা করিব—ইনশাআল্লাহু তা'লা।

(৫)

وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوها فان فيها خليفة الله المهدى - رواه احمد و البيهقى فى دلائل النبوة -

হযরত সৌবান হইতে বর্ণিত: আঁ-হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: "যখন তোমরা কাল পতাকাগুলি খোরাসান হইতে আসিতে দেখিবে, তখন তোমরা উহার নিকটে যাইও, কেননা নিশ্চয়ই সেখানে আল্লাহর খলিফা (ইমাম) মাহদী থাকিবেন।" ('আহ্মদ,' 'বায়হকী')

পূর্ব বর্ণিত হাদিসে যেখানে 'মা-উরাউন্ নহর' বা খোরাসান হইতে বড় জমিদার বংশে ইমাম মাহ্দী জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীই অন্য প্রকারে আরো কিছুটা পরিষ্কার করিয়া এখানে বলা হইয়াছে। তবু ইহা 'রূপক'। কারণ এই হাদিসে 'কাল পতাকা' কথা দ্বারা ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ খোরাসান হইতে 'হিজরত' করিবেন বলিয়া ইশারা করা হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদিসই এই ভাবে বর্ণিত। কারণ আঁ-হযরত (দঃ)-কে 'কাশফ' এবং স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দৃশ্য দেখান হইয়াছে। যখন তিনি যে দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহাই সাহাবাগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। এসব 'কাশফ' এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ 'তাবিল' বা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে ইহাদের বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়ই শাব্দিক অর্থানুযায়ী সংগঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্বেও কখন এই ভাবে হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবার নহে। যদি শাব্দিকভাবেই পূর্ণ হইবার ছিল, তাহা হইলে কখনও কোন কালেও ঝগড়া সৃষ্টি হইত না।

[ক্রমশঃ]

মুসলমান ছাত্রদিগকে অমূল্য উপদেশ

—হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী (আয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা)

[১৯৫৬ সনের ২৯শে জানুয়ারী লায়েলপুর গবর্নমেণ্ট কলেজের এক ছাত্র দল রাব্ওয়ায় হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহাদের অনুরোধে এক ভাষণ দ্বারা হুযুর কিছু উপদেশ দেন। আশা করি, ভাষণটির মর্মানুবাদ অনেকের উপকার করিবে।—সঃ আঃ]

বর্তমান যুগে একজন মুসলমানের জন্য ইহাই সব চেয়ে বড় নসিহত যে, 'পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দিবে'। এখন সকলেই নিজ নিজ কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম ও তাঁহার আনীত ধর্মের প্রতি খুব অল্প ব্যক্তিই মনোযোগ করে। আহ্মদীয়া সিল্সিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন :—

هر کسے در کار خود باد ین احمد کار نیست

অর্থাৎ, "সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ কাজ নিয়া ব্যস্ত, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লামের আনীত ধর্মের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।' এযুগে সংসার প্রেম এত বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, পৃথিবীতে এই ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উন্নতির দিকে আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক গতি। যদি কেহ এদিকে মনোযোগ করে, তবে সে শুধু এই চিন্তাই করে যে কোন চাকুরী লাভ করিবে, ব্যবসা বড় করিবে, বা কৃষির উন্নতি করিবে। তাহার হৃদয়ে খোদা-তা'লা ও মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের প্রেম বৃদ্ধির চিন্তা আসে না।

এখন আমাদের দেশে ইস্লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উৎসাহ শুধু 'রস্ম-রূপে' পাওয়া যায়। অথচ মানুষের সব চেয়ে

'বড় দেশ' তাহার হৃদয়ে ও মস্তিষ্ক। এগুলিতে ইস্‌লামী হুকুমত কায়েম করা হয় না। অন্য কথায়, বাহিরে আমরা ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম করিতে চাই, কিন্তু মনও মস্তিষ্কে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। আমরা তো চাই করাচীতে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে. আমরা চাই প্রাক্তন পাঞ্জাবে ইস্‌লামী হুকুমত কায়েম হয়, আমরা তো চাই সাবেক বেলুচিস্তানে ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। আমরা চাই পূর্ব পাকিস্তানে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক, যেগুলির উপর আমাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, ঐগুলিতেও ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা আমরা চাই না। কারণ. যদি আমরা বলি যে, আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম করিতে হইবে, তারপর এইরূপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা তাহাতে কৃতকার্য না হই, তবে অন্যে এই প্রশ্ন করিবে যে তাহারা তো দেশে ইস্‌লামী রাষ্ট্র করিতে চাহে, কিন্তু এখনও তাহারা তাহাদের মন ও মস্তিষ্কে ইস্‌লামী হুকুমত কায়েম করিতে পারে নাই। এই প্রশ্ন হইতে বাঁচিবার জন্য নিজের মন ও মস্তিষ্ক ছাড়িয়া দেশে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চীৎকার করা হইতেছে। যদি আমরা বাহিরে গিয়া দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে কেহ চাষী, কেহ শিল্পী কেহ অধ্যাপক বা কেহ ছাত্র। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লাম বলেন :

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

"তোমাদের প্রত্যেকেই শাসক। যাহারা অধীন তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে ইসলামী শিক্ষানুযায়া চালাইয়াছ কি-না।" দৃষ্টান্তস্থলে, পিতাকে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, পুত্র কন্যাকে ইসলামের শিক্ষা মত চালান হইয়াছে কি? তাহাদিগকে ইসলামের শিক্ষা দিয়াছে কি? সেইরূপ স্বামীকে স্ত্রী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, উপরস্থ কর্মচারীকে অধীনস্থ কর্মীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, বন্ধুকে বন্ধু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীতে যতই শিক্ষা বৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ততই হ্রাস পাইতেছে। শিক্ষার প্রচলন অত্যাবশ্যক ছিল। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লাম শিক্ষাকে মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "শিক্ষার জন্য তোমাদিগকে চীন যাইতে হইলেও যাইবে।" রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম শিক্ষাকে মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নির্দেশ করায় আমাদের উচিত ছিল যে এ প্রকার গুরু বিষয়কে আমরা এ ভাবে পালন করিতাম, যাহাতে আমাদের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা লাভের

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও সেবক হইত। কিন্তু এই হয় যে, সন্তানদের একটু বোধ শক্তি জন্মিলেই তাহারা গান তো শিখে, কিন্তু তাহাদিগকে কোরআন করীমের কোন সুরাহ্ শুনাইবার জন্য বলা হইলে, উহা তাহাদের মুখস্থ থাকে না। এই সত্ত্বেও লোকে ইসলামী হুকুমত কায়েম করিতে চায়। অন্য কথায়, তাহারা তো 'শয়তানী হুকুমত' কায়েম করিবার উপর জোর দেয়, কিন্তু মুখে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করে। পৃথিবীতে যাহা কাহারও নিকট থাকে, অন্যকে তাহা দেয়। আমার কাছে ফিল্মের গান নাই। আমি একজন ধর্ম প্রধান ব্যক্তি। আমার নিকট শুধু কোরআন হাদিস আছে। এজন্য আমার উপদেশ এই যে, আপনাদের কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেই কিছু সময় বাহির করিয়া কোরআন করীম ও হাদিস পাঠেও ব্যয় করুন। আমার এই উপদেশ পালন পূর্বক আপনারা প্রত্যহ কিছু সময় কোরআন করীম ও হাদিস অধ্যয়নে ব্যবহার করিলে ও উহাদের আদেশগুলি পালন করিলে আপনাদের গৃহে আপনা-পনি ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আপনাদের গৃহে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হইলে, দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার জন্য আপনাদের অধিক চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

একবার আমি করাচী গিয়াছিলাম। সেখানে আমাকে কোন উপলক্ষে ইস্‌লামী হুকুমত কায়েম করিবার সম্বন্ধে আমার মত ব্যাখ্যা কারিতে বলা হইলে আমি তখন ইহাই বলিয়াছিলাম যে, আমি মুসলমান, আমি ইস্‌লামী রাষ্ট্র স্বীকার করিব না কেন? আমি ইস্‌লামী রাষ্ট্র না চাহিলে হিজরত করিয়া পাকিস্তানে আসিয়াছি কেন? আমি পাকিস্তানে আসাই বলিয়া দিতেছে যে, আমি ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু ইস্‌লামী রাষ্ট্র কি আমি তৈরী করিলে, তৈরী হইবে? আমরা কোন বাড়ী নির্মাণ করিলে উহার প্রকোষ্ঠগুলি আকাশ হইতে তৈরী হইয়া আসে না। আমরা ইট নিয়া এক এক ভাবে সাজাই, তাহাতে উহার কামরা বারান্দা প্রভৃতি তৈরী হয়। কাঁচা ইট ব্যবহার করিলে কাঁচা বাড়ী তৈরী হয় এবং এবং পাকা ইট ব্যবহার করিলে পাকা বাড়ী তৈরী হয়। রাষ্ট্রও প্রাসাদেরই ন্যায়। জনগণ ইহার ইট।

জনগণ লইয়া রাষ্ট্র। বন জঙ্গল বা মরু ভূমিতে কি আপনরা কোন রাষ্ট্র দেখিয়াছেন? জনপদ ও সহর লইয়া রাষ্ট্র হয়। এ জন্য রাষ্ট্র জন সমষ্টির নামান্তর। জনগণ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে সেখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ সকলেই 'মুসলমান' হইলে তাহাদের গঠিত রাষ্ট্র 'অমুস্‌লিম' কিরূপে হইতে পারে? মুসসলমান জনগণ নিয়া রাষ্ট্র তৈরী হইলে

উহাকে অমুস্‌লিম করিবার যতই জোর দেওয়া হউক, উহা কখনও কাঁচা ইটের না হইয়া পাকা ইট নির্মিত বাড়ীই প্রমাণিত হইবে। জনগণ মুসলমান হইলে তাহাদের তৈরী রাষ্ট্রকে যে নামই দেওয়া হউক সর্বাবস্থায় উহা ইস্‌লামী হুকুমত হইবে। রাষ্ট্র গঠনকারীরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" পাঠক হইলে তাহাদের গঠিত রাষ্ট্র অনৈস্লামিক কিরূপে হইতে পারে?

সুতরাং ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম করা আমাদেরই ইচ্ছাধীন। ইস্‌লামী রাষ্ট্র অন্যে তৈরী করিলে, তৈরী হইবে না। আমরা নিজে মুসলমান হইলে রাষ্ট্রও ইস্‌লামী হইবে। হিন্দুস্থানকে দেখুন। তাহারা মুখে বলে যে, সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরী করিয়াছে। কিন্তু উহা হিন্দু রাষ্ট্র। ইহার কারণ সেখানে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ। যদি তাহাদের কথানুসারে প্রকৃতই সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম হইত, তবে হিন্দুস্থানের কোন অংশে যখনই মারা যায়, মুসলমানই মরে কেন? আপনারা কখনও পড়িয়াছেন কি বাঙলা ও বিহারে যে সকল দাঙ্গা রইয়াছে, তাহাতে এত জন হিন্দু ও শিখ মারা গিয়াছে? যখনই পাঠ করিবেন ভারতের অমুক স্থানে দাঙ্গায় প্রাণক্ষয় হইয়াছে, তখন ইহা সুনিশ্চিত যে মুসলমানই মরিয়াছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হইলেও ভারত হিন্দু প্রধান দেশ বলিয়া সেখানে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, সংগরিষ্ঠদের কারণে উহা হিন্দু রাষ্ট্রই। সেইরূপ আমারাও সত্যিকার মুসলমান হইয়া পড়িলে এখানে আমরা সংখ্যা প্রবল বলিয়া--যতই যাহা কেহ জোর দেয় না কেন—এখানে ইস্‌লামী রাষ্ট্রই তৈরী হইবে।

সুতরাং, জনগণ প্রকৃত অর্থে মুসলমান হইলে তাহাদের লইয়া গঠিত রাষ্ট্র—যে নামই রাখা হউক—ইস্‌লামী রাষ্ট্রই হইবে, কোন প্রভেদ ঘটিবে না। ইহা অবশ্য সত্য যে, 'ইস্‌লামী' বলিলে হিন্দুরা চটে। কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্রকে তাহারা যদিও ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই বলে, উহাও ধর্ম-রাষ্ট্র। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলে সব সময়ই মুসলমানই মাত্র মারা যাইত কেন? কখনও এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইত যে, অমুক স্থানে এত হিন্দু হত্যা হইয়াছে। এইরূপ কখনও হয় নাই। কাজেই হিন্দু সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাহদের দেশে যে রাষ্ট্রই কায়েম হয়, উহা হিন্দু রাষ্ট্র। এ জন্য যে কোন বিপদ ঘটে, মুসলমানের উপরই ঘটে। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার প্রকৃত উপায় পাকিস্তানী মুসলমান আন্তরিকভাবে মুসলমান হউন। ইহার ফলে যে রাষ্ট্রই কায়েম হইবে, উহাকে যে কোন নাম দেন না কেন, নিশ্চয়ই ইস্‌লামী রাষ্ট্র হইবে। কারণ তাহা তৈরী করিবেন মুসলমান। মুসলমান যে রাষ্ট্রই তৈরী করেন, তাহা কখনও অইসলামী হইবে না। * * *

নামে কি আসে যায়? প্রকৃতপক্ষে, দেল্‌ মুসলমান হওয়া চাই। দেল

মুসলমান না হইল বাহ্যিকভাবে যতই 'ইস্‌লাম', 'ইস্‌লাম' বলা হউক, তাহাতে কিছুই হইবে না। রাষ্ট্র মুসলমানদের কোন অভিনব জিনিষ নয়। ইতিপূর্বেও তাহারা রাজত্ব করিয়াছে। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওআলিহী ওসাল্লামের পরে হযরত অবুবকর রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার রাষ্ট্রকে কেহ অনৈস্লামিক বলিতে পারিত কি? তারপর হযরত উমর রাজত্ব করিয়াছেন। তখনও কি কাহারো সাধ্য ছিল যে, তাঁহার পরিচালিত রাষ্ট্রকে গায়ের-ইস্‌লামী বলিতে পারিত? খলিফা মুসলমান ও মদিনাবাসী মুসলমান বলিয়া রাষ্ট্রও আপনাপনি ইস্‌লামী ছিল।

আপারা নিজে খাঁটি, অপকট মুসলমান হউন। স্মরণ রাখিবেন ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী করা আপনাদের ইচ্ছাধীন। আপনাদিগকে কে বলে যে, 'নামায' পড়িবেন না? বা কে আপনাদিগকে 'সিনেমা' দেখার জন্য যাইতে বাধ্য করে? যদি আপনারা নামায না পড়েন, ইসলামের শিক্ষা পালন না করেন, সিনেমা গমন করেন, তবে ইহার অর্থ সেই নাচগান! সেই নর-নারীর অবাধ মেলামেশা! অথচ আপনারা ইসলামী হুকুমত চান। অবশ্য যদি আপনারা মসজিদে যান, নামায পড়েন, ইসলামের শিক্ষা পালন করেন – তবে যে রাষ্ট্র কায়েম হইবে, ইসলামী হইবে। সুতরাং, আজ আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আপনারা সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হইলে ইসলামী রাষ্ট্র আপনাপনি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, আপনাদের গঠিত রাষ্ট্রকে অ-ইস্‌লামিক বলিতে পারে।

বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমানের নিম্ন-তম লক্ষণ এই যে, মানুষ মহাবিপদেও ইমান ছাড়িবে না। এখন তো কাহারও দেহে লাঠি স্পর্শেও সে ইমান অস্বীকার করে। পূর্ব কালে খোদা-তা'লা আছেন বলিয়া যাঁহারা মানিতেন, তৌহীদ ছাড়ার জন্য তাঁহাদিগকে করাত দিয়া চিরা হইত। আরো কত নির্যাতন করা হইত। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিতেন। যদি আপনাদের মাথায়ও করাত চালান হয়, আপনাদিগকে তপ্ত তাপানলে দগ্ধ করা হয় এবং অন্য সব রকমের বিপদের সম্মুখীন আপনাদের হইতে হয়, তবু সকলেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চ নিনাদ করিতে থাকিলে পৃথিবীর কোন্ শক্তি আছে যে, আপনাদের গঠিত রাষ্ট্রকে অনৈস্লামিক বলিতে পারে? যদি কেহ আমাদিগকে করাত দিয়া চিরে বা হাতুর দিয়া আমাদের হাড় ভাঙ্গে, তবু যদি আমাদের মুখে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'ই বাহির হইতে থাকে, তবে শুধু ইসলামই ইস্‌লাম থাকিবে এবং প্রত্যেকেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং, ইস্‌লাম বিস্তারের প্রতি আপনাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। আপনাদের শুধু মুসলমানই হইতে হইবে না, আপানাদের দেলের ভিতর

ইস্‌লামের শিক্ষাকে মজবুত করুন। আপনাদের গৃহেও ইস্‌লামী শিক্ষার প্রচলন করুন। নিজেও নামায পড়ুন, পরিবারস্থ সকলকেই নামায পড়ান। ইহা হইলে 'শয়তান' আপনাপনি পালাইবে। শয়তানই তো 'অ-ইস্‌লাম'। আপনারা মুসলমান হইয়া পড়ায় 'শয়তান' পালাইবে না কেন?

পাঞ্জাবীতে একটি প্রবাদ আছে। উহার অর্থ হইল কুরাইশীগণ যেখানে 'আযান' দেয়, সেখানে কোন পশু থাকিতে পারে না। মুসলমান এখন ইস্‌লাম সম্বন্ধে এত অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে, 'আযানকে'ও বিপদ মনে করা হয়। যদি একথা সত্য হইয়াও থাকে যে 'আযান' দেওয়ায় জন্তু পালায়, পালাইতে পারে। ইহার ফলে, খোদা তো পাওয়া যাইবে। খোদাতা'লা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই কথাটা ঠিক নয়। সাহাবাগণ 'আযান' দিতেন। 'আযান' শুনিয়া তাঁহাদের পশুগুলি পালাইয়া যাইত বলিয়া তাঁহারা কখনও অভিযোগ করেন নাই। বরং আমরা দেখিতে পাই, ইস্‌লামের বরকতে তাঁহারা বহু পশুর মালিক হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ধর্মের সঙ্গে পৃথিবীর বাদশাহ্‌ও হইয়াছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ্‌কে দেখুন, তিনি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের শেষ সময়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। ইস্‌লাম গ্রহণের পর তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার পূর্বে মুসলমানগণ রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সঙ্গ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। তিনি এইমাত্র মুসলমান হইয়াছেন। এ জন্য নিশ্চয় তিনি অত্যল্প কথামৃত শুনিতে পাইবেন। এই অভাব দূর করিবার জন্য সব সময়ই মসজিদে বসিয়া থাকিবেন, যাহাতে এমন না হয় যে তিনি কোন কথা শুনিতে বঞ্চিত হন। তিনি এক দরিদ্র পরিবারের লোক ছিলেন। এ জন্য মস্‌জিদে বসিয়া থাকার কারণে প্রায়ই তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইত। অনাহারের ফলে কোন কোন সময় তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। লোকে মনে করিত যে, তাঁহার মৃগী হইয়াছে। তখন আরবদের এই ধারণা ছিল যে, মৃগী দেখা দিলে মাথায় জুতা পিটান হইলে মৃগী দূর হয়। লোকে হযরত আবু হুরায়রাহ্‌র মাথায় জুতা পিটাইত।

কিন্তু খোদা-তা'লা যখন ইসলামকে বিজয় দান করিলেন এবং এক যুদ্ধের ফলে ইরাণ অধিকৃত হইল এবং পারস্য সম্রাটের রাজকোষ মুসলমানগণের হস্তগত হইল, তখন হযরত উময় (রা) পারস্য সম্রাট সিংহাসনে বসিবার সময় যে রুমাল ব্যবহার করিতেন, হযরত আবু হুরায়রাহ্‌কে দান করেন। এক দিন হযরত আবু হুরায়রার সর্দি রোগ বশতঃ হাঁচি আসায় তিনি ঐ

রুমাল দিয়া নাক পরিষ্কার করিলেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, এই তো পারস্য সম্রাটের বিশেষ রুমাল। বাদশাহ সিংহাসনে বসিবার সময় ইহা ব্যবহার করিতেন। এই কথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি বলিলেন, "বেশ আবু হুরায়রাহ্, বেশ। এক সময়ে অনাহার বশতঃ তোমার মূর্ছা হইলে লোকে উহাকে মৃগী মনে করিয়া তোমার মাথায় জুতা মারিত। আজ তুমি পারস্য সম্রাটের রুমাল দিয়া নাক পরিষ্কার করিতেছে।" তারপর তিনি এই ঘটনা লোকের নিকট বর্ণনা পূর্বক বলিলেন যে, তিনি এই প্রকার দরিদ্র ছিলেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাল্লামের তোফায়েলে তিনি এই মর্যাদা লাভ করিয়াছেন যে, এখন তিনি পারস্য সম্রাটের রুমাল দিয়া নাক পরিষ্কার করেন। খোদা-তা'লা ধর্মও দিয়াছেন, দুনিয়াও দিয়াছেন।

যদি আপনারাও পাক্কা মুসলমান হইয়া পড়েন, তবে শুধু ধর্মই লাভ করিবে না, দুনিয়াও লাভ হইবে। আপনাদের পূর্বেও যাঁহারা ধর্ম পালন করিয়াছেন, খোদা-তা'লা তাঁহাদিগকে পার্থিব সম্পদও দিয়াছেন। হযরত মুসা আলাইহেস্ সালাম ও তাঁহার সাথিগণ ধর্ম পালনের ফলে পার্থিব সম্পদও লাভ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাগণ ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারা খোদা-তা'লার নিকট হইতে পার্থিব মহা সম্পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খোদা-তা'লা এখন আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখিবেন কেন? তাঁহারা যাহা প্রাপ্ত হন, আপনারাও তাহা পাইবেন। আপনারা ইস্‌লামের শিক্ষা পালন এবং আপনাদের মধ্যে ইস্‌লাম রূপায়িত করিলে ও যাবতীয় বৃথা কার্য ছাড়িলে খোদা-তা'লার অনুগ্রহে আলোক প্রস্রবণ আপনাদের ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইবে। অতএব আমি এই উপদেশই দেই যে, আপনারা আমার এই উপদেশ পালন করিলে আপনারা নিশ্চয়ই ইহাতে উপকৃত হইবেন।

হজ্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি হাদিস

রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের একটি হাদিস বর্ণিত হইয়াছে :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ان الله كتب عليكم الحج [مسلم]

অনুবাদ :

"হযরত ইব্‌নে আব্বাস বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এক ভাষণে বলিলেন : খোদা-তা'লা তোমাদের জন্য হজ ফরয করিয়াছেন।"

['মুস্‌লিম']

তশ্‌রীহ :

ইস্‌লামের 'পাঁচ আরকান' বা মূল পাঁচ বিষয়ের মধ্যে হজ্ব ঐশী প্রেমের অভিব্যাক্তির ঐ মুহূর্তের নামান্তর, যখন এক জন ঐশী প্রেমিক আধ্যাত্মিকতার সব ঘাঁটি উত্তীর্ণ হইয়াও তাহার চিত্তে এই হসরত থাকে যে, এখন সে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লামের জন্ম, কর্ম ও মৃত্যুর স্থান স্বচক্ষে দেখিবে—ঐ ভূমি দর্শন করিবে যেখানে খোদা-তা'লা তাঁহাকে 'অহি' প্রাপ্তির মহা সম্মান প্রদান করেন এবং যেখান হইতে তিনি ইসলামের বাণী প্রচার করেন।

হজ্বের মূল কথা হইল পৃথিবীতে তৌহিদ প্রচারের ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলি দেখ। হযরত ইব্রাহীম, হযরত হাজেরা এবং সবার শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পবিত্র স্মৃতিগুলি পৃথিবীতে যে ছাপ ধারণ করিতেছে, তাহা মানবাত্মা হইতে কখনও লয় পাইবার নয়। ঐগুলিতে চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক মহোপকরণ বিদ্যমান। হজ্ব করিবার সময় মানুষের মনের মহাপরিবর্তন সাধন হয়। তাহার সম্মুখে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্র আদর্শ সাকারে উপস্থিত

হয়। ফলে পুণ্যের দিকে তাহার পা আপনা-পনি অগ্রসর হয়। তাহার কথায় ও কার্যে সংস্কৃতি ঘটে। এই জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলেন ঃ

من حج ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه।

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হজ্ব করে এবং কোন প্রকার ঐশী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না বা খোদা তা'আলর সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, তাহার অবস্থা মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায়।"

এই 'ইরশাদ-মুবারক,' এই মহাপূণ্যবাণী প্রত্যেক হাজীর ব্যক্তিগত চরিত্র, আচরণ ও আত্ম-শুদ্ধির দিকে সতত পথ প্রদর্শন করিতেছে। মহাসম্মিলনরূপে হজ্ব ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয় এবং ঘোষণা করে যে, ইস্‌লামে বর্ণ, গোত্র ও জাতির কোন পার্থক্য নাই।

বস্তুতঃ, হজ্ব ফরযরূপে জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তি সমস্যাবলীর সমাধান, চিত্ত-শুদ্ধি, ইসলাহে-নাফ্‌স ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

●

কর্মখালী

এখনি প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন মুখ্‌লিস, পরিশ্রমী ইন্‌সপেক্টর বয়তুল্‌ মালের আশু প্রয়োজন নাজারতে বয়তুল্‌ মালের আছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা থাকা চাই, এর নীচে নয়। মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১০০৲ টাকা; অতঃপর ৫৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১৫০৲ টাকা, তারপর ৬৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১৮০৲। এই ছাড়া মহার্ঘ ভাতা মাসিক ৩০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। সেল্‌সেলার খেদমতের আগ্রহশীল মহোদয়গণ তাঁহাদের দরখাস্ত মকামী আমীর বা প্রেসিডেন্টের তস্‌দিক সহ এই নাজারতে প্রেরণ করুন। বাঙলা ভাষায় দক্ষতা অপরিহার্য শর্ত। 'ওয়াস্‌-সালাম'।

নাজের, বয়তুল্‌-মাল,
রাব্‌ওয়া, (পশ্চিম পাকিস্তানের

অনশন হরতাল

প্রত্যেক মুসলমানের বর্জনীয়।

—হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব
(মাদ্দা যিল্লুহুল আলী)

দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিন হইতে পাকিস্তানের মুসলমানগণের মধ্যে সাধারণভাবে এবং মুসলমান যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রায়োপবেশন বা অনশন হরতাল ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করিতেছে। যখনই সরকারের কোন সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা, কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ, কোন ফ্যাক্টরী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের কোন আদেশ লোকের মনঃপূত হয় না বা তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, তখন কোন কোন ব্যক্তি প্রায়োপবেশন করিয়া বসে এবং সরকার বা অফিসারদিগকে হুমকি দেয় যে অমুক ব্যবস্থা রহিত করিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ মীমাংসা না করিলে আহার গ্রহণ করিবে না। এই মহামারীর বীজাণু কয়েক বৎসর যাবত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, কোন কোন মহিলাও প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছে। প্রায়ই কাগজে এই প্রকার সংবাদ পরিবেশিত হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে, এই অভিনব আচরণ পরলোকগত গান্ধিজী হইতে শুরু হইয়াছে এবং মুসলমানগণ অভ্যাসানুযায়ী চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না যে এই ব্যাপারে ইসলাম ও রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের শিক্ষা কি? গান্ধিজীর মতবাদের সমালোচনা করিবার এখানে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি হিন্দু ধর্মানুবর্তী ছিলেন। তাঁহার অধিকার ছিল যে তিনি তাঁহার ধর্মানুশীলন বা তাঁহার কথা মত "অন্তরবাণী"র অনুবর্তিতা দ্বারা যে পথে ইচ্ছা চলিতে পারিতেন এবং তাঁহার অনুরক্ত ভারতের হিন্দুগণেরও অধিকার আছে যে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিবেন। তাঁহাদের সহিত দ্বন্দ্বের প্রয়োজন আমাদের মোটেই নাই। কারণ কোরআন করীম স্পষ্ট বলেন যে, "কুল্লুই ইয়ামালু আলা শাকিলাতেহ্"—"প্রত্যেকেই তাহার প্রত্যয় ও নিয়মানুযায়ী কাজ করিয়া থাকে।" কিন্তু

দুঃখের বিষয়, আরব রসুল (ফিদাহ নাফসী) খাতামুন-নাবিয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাহে ও সাল্লামের অনুবর্তীগণও এই ব্যপারে গান্ধিজীর চেলারূপে তাঁহার অনুবর্তীতা আরম্ভ করিয়াছে।

প্রত্যেক মুসলমান জানে এবং না জানা থাকিলে এখন তাহার জানা উচিৎ, 'অনশন-হরতাল' এক প্রকার আত্ম হত্যার চেষ্টা বটে। যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, হউক না কেন উহা বৈধ উদ্দেশ্য, জানিয়া বুঝিয়া আত্ম-হত্যা করে এবং আমানত স্বরূপ খোদা প্রদত্ত তাহার প্রাণকে স্বহস্তে বিনাশ করে, প্রকৃত-পক্ষে সে এক প্রাণ-হন্তা। কারণ চিন্তা করিলে তাহার ও এক হত্যাকরীর মধ্যে ততটা পার্থক্য নাই। আমাদের ধর্ম নেতা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম আত্ম-হত্যার এতই বিরোধী ছিলেন যে, তিনি আত্ম-হত্যা-কারী মুসলমানের 'জানাযা' পর্য,ন্ত পড়িতেন না। তাঁহার শিক্ষানুসারে সাহাবা কেরাম (রাযিঃ ও এই ব্যাপারে এত সতর্ক ছিলেন যে, এক যুদ্ধে এক সাহাবীর তরবারি হুলস্থুলের মধ্যে তাঁহারই দেহে লাগিবার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাতে কোন কোন সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে অমুক মুসলমান তাহার আপন আঘাতেই মরিয়াছে, তাহার 'জানাযা' তাঁহারা পড়িবেন কি? তিনি অবস্থা শুনিয়া বলিলেন, "আত্ম-হত্যার নিয়েৎ 'তাহার ছিল না। আকস্মিক-ভাবে তরবারি তাহার দেহ ছেদ করিয়াছে। এজন্য তোমরা নিশ্চয়ই তাহার 'জানাযা' পড়িবে। তাহার মৃত্যুর কারণ আত্ম-হত্যা নয়।" যাহা হউক, আত্মহত্যাকারী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের স্পষ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে। ইস্‌লাম তাহার জানাযা পর্যন্ত 'জায়েয' রাখে নাই।

প্রকৃতপক্ষে, অনশন হরতালকারী মানুষ দুই অবস্থার বহির্ভূত নয়। হয়ত সত্যই তাহার সংকল্প এই থাকে যে তাহার দাবী অস্বীকৃত হইলে স্বহস্তে সে তাহার প্রাণ নাশ করিবে। এই অবস্থায় তাহার এই কার্য আত্ম-হত্যারূপে তাহাকে আত্ম-হত্যাকারী বলিয়া ধরা হইবে। আর যদি প্রায়ো পবেশন 'মরিবার সংকল্প' নিয়া করা না হয়, শুধু ভয় প্রদর্শন এবং দেখাইবার জন্য হয়, তবে সে চালবাজ, প্রতারক। এ অবস্থায়ও সে সাচ্চা মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবার নয়। সুতরাং, যে অবস্থাই ধরিয়া নেওয়া হউক-

মৃত্যুর উদ্দেশ্যই হউক, বা শুধু প্রতারণা ও দোখানের উদ্দেশ্যই হউক—এইরূপ ব্যক্তির ক্রিয়া ইস্‌লামী শিক্ষার বিরোধী। পাকিস্তানের মুসলমানগণের এই প্রকার অনৈস্লামিক কার্য হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা কর্তব্য, যদিও দেশের কোন কোন বিকৃত মস্তিষ্ক যুবক ইস্‌লামের পথ ছাড়িয়া গান্ধিজীর অনুবর্তিতা করিতেছে। তারপর, আত্ম-হত্যা খোদার রহমতের প্রতি নৈরাশ্য। নৈরাশ্য ইস্‌লামে প্রকাশ্য হারাম। কোরআন করীমের বাণী এই :—

انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون -

["আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ কাফেরগণ ছাড়া কেহ হয় না"—সঃ আঃ]

বলা যাইতে পারে, যুদ্ধের সময় মুসলমান যোদ্ধাগণও তো মৃত্যুর জন্য নিজকে উপস্থিত করেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম নিজেও তাঁহার অধীনায়কত্বে অনেক বার সাহাবাগণকে বহু সংখ্যা প্রবল কাফেরদের সম্মুখে যুদ্ধার্থে খাড়া করিয়াছেন। এই সকল যুদ্ধে অনেক সাহাবা প্রাণত্যাগও করিয়াছেন। ইত্যাবস্থায় কোন দাবী স্বীকার করাইবার জন্য প্রায়োপবেশন ও অনশন হরতাল করিলে ক্ষতি কি? এই যুক্তি স্পষ্ট বৃথা বা অলীক। ইহা ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভ্রান্ত ফলে উপনীত হওয়া ছাড়া কিছুই নয়। কোন সাধু উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষণ মূলক যুদ্ধাবস্থায় আপনাকে শত্রুর সম্মুখে দাঁড় করানই এক কথা, আর অনশন হরতাল দ্বারা আপন প্রাণনাশ চেষ্টাই সম্পূর্ণ অন্য কথা। কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে বৈধভাবে আমীর বা ইমামের সহিত মিলিত হইয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যথাবিহিত উপায়ে যুদ্ধরত মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো ইহাই থাকে যে, সে জয়ী হইবে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করিবে। কিন্তু অনশন হরতালকারী শুধু মরিবার উদ্দেশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে অগ্রসর হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য শুধু আত্ম-হত্যা বা ধোকাবাজি ছাড়া কিছুই থাকে না। এই উভয় অবস্থাই ইস্‌লামে নিষিদ্ধ। প্রভেদ সুস্পষ্ট।

এমতাবস্থায়, এই অধম পাকিস্তানের যুবক যুবতিগণের নিকট খোদা, রসুল এবং ইসলামের নামে আবেদন জানাইতেছে যে,

তাঁহারা এই অনৈস্লামিক কার্য হইতে সম্পূর্ণ-রূপে দূরে থাকিবেন। অবশ্য, তাঁহারা তাঁহাদের বৈধ দাবী মানাইবার জন্য বৈধ পথ অবলম্বন করুন। অনেক বৈধ পথই আছে। গান্ধিজীর চেলা হইয়া স্বীয় ধর্ম-নেতা ও পথ প্রদর্শক রসুল পাকের শিক্ষাদ্রোহী কখনও হইবেন না। কারণ, আমাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণ, আশীষ ও বরকত হযরত সরওরে কাইনাতের অনুবর্তিতাতেই আছে। দোয়া করি, আল্লাহ্-তা'লা পাকিস্তানের 'হাফেয ও নাসের' হউন। ইহাকে সব রকমের অশান্তি হইতে নিরাপদে রাখুন। আমীন, ইয়া আরহামুর রাহেমীন!

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর কথামৃত

১। শুধু ধন মানুষের জন্য সুখের নয়।

"একথাও ভুল যে, ধনে সুখ আছে। শুধু ধনে সুখ বা শান্তি নাই। যদি ধন থাকে, স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, ইহাতে কি বেহেশ্‌তী জীবন লাভ হইবে? ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ধনও শান্তি জনক নয়। প্রকৃত কথা ইহাই যে, খোদা-তা'লার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে, তাহারই সব দিক দিয়া বেহেশ্‌তী জীবন। কারণ আল্লাহ্-তা'লা সর্ব-শক্তিমান। অতএব ঐ সব বিপদ আপদ না আসিতে পারে এবং আর্থিক চাঞ্চল্যও না ঘটিতে পারে। আসিলেও তিনি চিত্তে এমন শক্তি ও সাহস আনিয়া দিতে পারেন যে, মানুষ ঐগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়।

মানুষের সুখ শান্তির জন্য যাহা প্রয়োজন, কোন বাদশাহের হাতে তাহা নাই। ঐগুলি সম্যক শুধু এক হাতে আছে— তাঁহার হাতে যিনি সব বাদশাহের বাদশাহ্। যাহাকে চান, দেন। কোন কোন লোক এমন দেখা যায় যে, টাকা পয়সা সবই মজুত থাকা সত্বেও ক্ষয় রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের জীবন বিষাদময় হইয়া পড়ে। সুতরাং, এই প্রকার যে অগণিত আপদ বিপদ মানুষের লাগিয়াই আছে, কে এগুলির প্রতিরোধ করিতে পারে? একমাত্র আল্লাহ্-ই পারেন।

ধৈর্য-ও বড় জিনিষ, যাহা মহা বিপদাপদের সময়েও দুশ্চিন্তাকে কাছে আসিতে দেয় না। কোন কোন ধনী লোক সুখের সময় অত্যন্ত উদ্ধত ও অহঙ্কারী হইয়া পড়ে। কিন্তু সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইলে ছেলে-পেলের ন্যায় উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া ফেলে। এখন, আমরা কাহার নাম নিতে পারি, যাহার উপর কোন দুর্যোগ উপস্থিত হইতে পারে না এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখ ঘটিতে পারে না? কাহারও নাম বলিতে পারি না। এই বেহেশতী জীবন কে লাভ করিতে পারে? শুধু সেই ব্যক্তিই, যাহার উপর খোদার 'ফযল' ও বিশেষ অনুগ্রহ হয়।

['আল্-হাকাম,' ২৪-৮-১৯০২]

২। হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সহিত কাহার সম্পর্ক আছে?

"স্মরণ রাখিবে আমাদের জমাআত সাধারণ সংসারী লোকের ন্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য নয়। শুধু মুখে বলিলেই হইবে না যে, আমরা এই সিল্সিলায় দাখিল হইয়াছি, যদি আমলের প্রয়োজন না বুঝিয়া থাকে, যেমন দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানগণের অবস্থা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা কর, 'আপনি কি মুসলমান'? তৎক্ষণাৎ বলিবে, 'শোকর', 'আল্-হাম্দু লিল্লাহ্'। কিন্তু নামায পড়ে না, আল্লাহ্-তা'লার নিদর্শনযুক্ত জিনিষগুলির সম্মান করে না। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট চাই না যে শুধু মৌখিক স্বীকার করিবে এবং কার্য দ্বারা কিছুই প্রদর্শন করিবে না। ইহা অকর্মণ্য অবস্থা। খোদা-তা'লা ইহা পসন্দ করেন না। পৃথিবীর এই অবস্থার তাগিদেই খোদা-তা'লা আমাকে সংস্কারের জন্য দাঁড় করাইয়াছেন। সুতরাং, এখন আমার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াও যদি কেহ তাহার নিজের সংশোধন না করে এবং কর্ম শক্তির উন্নতি সাধন করে না, শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকেই যথেষ্ট মনে করে, সে অন্য কথায় তাহার কার্য দ্বারা আমার অপ্রয়োজনের উপর জোর দেয়। যদি তোমারা আচরণ দ্বারা প্রমাণিত কর যে আমার আসা বৃথা, তবে আবার আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের অর্থ কি? আমার সহিত সম্বন্ধ করিলে আমার উদ্দেশ্য সফল কর এবং তাহা এই যে, খোদা-তা'লার হুযুরে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দাও এবং কোরআন শরীফের শিক্ষা তেমনিভাবে পালন কর, যেমন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ও সাল্লাম করিয়া দেখাইয়াছেন ও সাহাবাগণ করিয়াছেন। কোরআন শরীফের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ কর ও পালন কর। খোদা-তা'লার হুযুরে এইটুকুই মাত্র যথেষ্ট হইতে পারে না যে মুখে স্বীকার করা হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে কোনই আলোক বা কোনই উৎসাহ পাওয়া না যায়। স্মরণ রাখিবে, খোদা-তা'লা যে জমাআত প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, উহা উপযোগী কাজ ছাড়া জিন্দা থাকিতে পারে না। ইহা সেই মহান জমা-আত, যাহার প্রস্তুতি হযরত আদমের সময় হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। পৃথিবীতে কোন নবী আসেন নাই, যিনি এই আহ্বানের সংবাদ না দিয়াছেন। সুতরাং, ইহার 'কদর' কর এবং ইহাই ইহার 'কদর', তোমাদের কর্ম দ্বারা দেখাও যে তোমরা সত্য নিষ্ঠ 'আহ্‌লে-হক' দল'। ['আল্‌-হাকাম', ৩১-৮-১৯০২]

৩। প্রকৃত জীবন কি ?

ইহা বড় ভুল যে, এমনি কাহারও সাদা কাপড় দেখিয়া বলা হয় যে, তাহার জীবন বেশ্‌তী। এইরূপ ব্যক্তিকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, জানিতে পারিবে, কত বিপদের বিবরণ শোনায়। শুধু কাপড় দেখিয়া বা গাড়ীতে সাওয়ার দেখিয়া, মদ্য পান করিতে দেখিয়া এইরূপ ধারণা করা ভুল। ইহা ছাড়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনই সাক্ষাৎ জাহান্নাম। খোদা-তা'লার প্রতি কোন আদব বা সম্বন্ধ নাই। ইহা হইতে বড় জাহান্নামী জীবন আর কি ? কুকুর মৃত দেহ খাইলে বা অসঙ্গত প্রকাশ্য যৌন কর্ম করিলে তাহার কি বেহেশ্‌তের জীবন হয় ? সেইরূপ যে ব্যক্তি মুর্দা খায়, কুকাজ করে, হারাম ও হালাল মাল কি জানে না —তাহার 'লানতী জীবন'। বেহেশ্‌তী জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি ?

বেহেশ্‌তী জীবন আছে, একথা সত্য। কিন্তু তাহাদের, যাহারা খোদা-তা'লার উপর নির্ভর-শীল। এই জন্য তাহারা هو يتولى الصالحين ["তিনি সাধুগণকে রক্ষা করেন"—আরাফ ৯৭ আয়েত] এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খোদা-তা'লার হেফাজতের অধীন হইয়া পড়ে ও তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হন। খোদা-তা'লা হইতে যে দূরে থাকে, তাহার প্রতি দিন হ্রাসে অতিবাহিত হয়। সে প্রফুল্ল হইতে পারে না। সিয়ালকোটে এক ব্যক্তি ঘুস নিত এবং বলিত যে, সে সব সময় শিকলই দেখে। বস্তুতঃ,

কুকর্মের কুফলই হয়। এজন্য অন্যায় এমন জিনিষ যে, আত্মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তারপর, পাপে আনন্দ কোথায়? প্রত্যেক দুষ্ক্রিয়ার পর শেষে হৃদয়ে আঘাত পায়। মানুষ এই বলিয়া এক প্রকার মলিনতা অনুভব করে যে সে এ কি বোকামি করিয়াছে? সে আপনাকে অভিশাপ করে। এক ব্যক্তি বার আনার জন্য এক শিশু হত্যা করিয়াছিল।

জীবন ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে খোদা-তা'লার উপর ভরসা করিবে। কারণ বিপদের পূর্বে যে ব্যক্তি খোদার উপর ভরসা করে বিপদের সময় খোদা তাহাকে সাহায্য করেন। যে ঘুমাইয়া থাকে, সে বিপদের সময় ধ্বংস হয়। হাফেয কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :—

خیال زلف تو جستن نه کار خامان
است।

که زیر سلسله رفتن طریق عیاری
است।

['তোমার প্রেমানুসন্ধান ক্রটী দ্বারা করা যায় না। সাধকের খুবই চোস্ত্ হওয়া প্রয়োজন"— সঃ আঃ]

খোদা-তা'লা 'গনি'। কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। বিকানীর প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ সন্তান পর্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছে। ইহা এই জন্যই হইয়াছে যে, তাহারা খোদামুখী হয় নাই। খোদা-তা'লার-গত-প্রাণ হইলে শিশুদের উপর এই প্রকার বিপদ আসিত না। হাদিস শরীফ ও কোরআন মজীদ হইতে প্রমাণিত হয় এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায় যে, পিতা মাতার কুকর্ম সন্তানের উপরও কোন কোন সময় বিপদ আনিয়া থাকে। ইহারই প্রতি সংকেত করা হইয়াছে :

و لا یخاف عقبها

"যাহারা উচ্ছৃঙ্খল যাহারা অবাধ্যতার জীবন যাপন করে, আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের প্রতি তাকান না।" ['আল-হাকাম' ২৪-০-১৯০২]

৪। অনন্ত জীবন-ফোয়ারা

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, খোদা-তা'লা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের জন্য এই সুযোগ দিয়াছেন। ধন্য তাহারা, যাহারা ইহা দ্বারা উপকৃত হয়। আপনারা আমার সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, এই বলিয়া কখনও অহঙ্কারে প্রবৃত্ত হইবেন না যে যাহা কিছু আপনাদের পাওয়ার ছিল পাইয়াছেন। ইহা সত্য যে আপনারা ঐ সকল অস্বীকারকারীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, যাহারা তাহাদের ভীষণ অস্বীকার ও অবমাননা দ্বারা খোদা-তা'লাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। এবং ইহাও সত্য যে, আপনারা সুধারণার সদ্ব্যবহার

দ্বারা খোদা-তা'লার 'গজব' হইতে অপনাকে বাঁচাইবার চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই সত্য যে, আপনারা ঐ প্রস্রবনের নিকটবর্তি হইয়াছেন, যাহা এখন খোদা-তা'লা অনন্ত জীবন লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। হাঁ, জল পান এখনও হয় নাই। সুতরাং খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহের কাছে সামর্থ্য চান যেন তিনি আপনাদিকে পরিতৃপ্ত করেন। কারণ, খোদা-তা'লা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। আমি নিশ্চিতরূপে ইহা জানি যে, এই প্রস্রবন হইতে যে পান করিবে সে ধ্বংস হইবে না। কারণ এই পানি জীবন দান করে. ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা করে এবং শয়তানের আক্রমণ হইতে নিরাপদ করে। এই প্রস্রবন দ্বারা পরিতোষিত হওয়ার উপায় কি? ইহাই যে খোদা-তা'লা তোমাদের উপর যে 'দুই হক' রখিয়াছেন তাহা বহাল রাখ এবং সম্পূর্ণরূপে পালন কর। তন্মধে একটি হক খোদার, অন্যটি সৃষ্ট জীবের।

খোদা-তা'লাকে 'ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু' জ্ঞান করিবে, যেমন এই সাক্ষ্য দ্বারা আপনারা স্বীকার করেন যে, 'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।

অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন আরাধ্য নাই'। ইহা এক এমন প্রিয় বাক্য যে, ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য মুশ্‌রিক ও পৌত্তলিকদিগকে শিখান হইলে এবং তাহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কখনও ধ্বংস হইত না। এই একটি মাত্র বাক্য না থাকায় তাহারা ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের আত্মা কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।"

['আল্‌-হাকাম,' ১৭-৫-১৯০২]

হযরত খলিফা অউওয়াল (রাঃ) প্রদত্ত

ঈদুল আযহার একটি খুৎবা

[৩রা জানুয়ারী, ১৯০৯]

الله اكبر - الله اكبر - لا اله الا الله والله اكبر - الله اكبر و لله الحمد -

["আল্লাহ্ সবের বড়, আল্লাহ্ সব চেয়ে বড়, আল্লাহ্ ছাড়া আরাধ্য উপাস্য নাই। আল্লাহ্ সব চেয়ে বড়। আল্লাহ্ সব চেয়ে বড়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।] এই তকবীর, তশহুদ ও তাউয পড়িয়া নিম্নলিখিত আয়েত পাঠ করেন :—

و من يرغب عن ملة ابرهيم الا من سفه نفسه و لقد اصطفينة فى الدنيا و انه فى الاخرة لمن الصالحين اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين -

["যে নিজেই নিজকে ধ্বংস করিয়াছে, সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্ম হইতে কে বিমুখ হইতে পারে? নিশ্চয়ই আমরা তাহাকে এই পৃথিবীতে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে সাধু সজ্জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন : 'তুমি (আমার নিকট) আত্ম-সমর্পন কর, সে বলিয়াছিল : 'আমি সর্ব জগতের প্রতিপালক (আল্লাহ্র) সমীপে আত্ম-সমর্পন করিলাম।' 'সুরাহ্ বাকারাহ্', ১৩১—১৩২ আয়েত]

অতঃপর বলেন :—

আজ ঈদের দিন। ইহা কুরবানীর দিন। কুরবানীর ইতিহাস অতি দীর্ঘ। কোরআন করীম হইতে জানা যায় যে, আদমের সময় হইতে ইহার শৃঙ্খল চলিয়া আসিতেছে। কারণ এক স্থানে লিখিত আছে :

و اتل عليهم نباء ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر - قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين -

["এবং তাহাদের নিকট যথাযথভাবে আদমের দুই পুত্রের কুরবানীর কথা বর্ণনা কর, যখন

তাহারা (প্রত্যেকেই) কুরবানী করিয়াছিল, এবং তাহাদের একজন হইতে তাহা গৃহীত হইয়াছিল এবং অন্য জন হইতে গৃহীত হইয়াছিল না। পরবর্তি জন বলিল, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে হত্যা করিব'। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্ শুধু ধর্মপরায়ণ মুত্তাকীগণ হইতে কবুল করেন'।"

['মায়েদা,' ২৮ আয়েত]

ইহ হইতে জানা জানা যায় যে, আদম সন্তানগণ কুরবানী করিয়াছিল। এখানে এই তর্ক নয় যে, কত জন আদম হইয়াছিলেন? কোন আদমের সন্তান কুরবানী করিয়াছিল।

'কুরবানী' বলা হয়, আল্লাহ্র নৈকট্য ('কুরব') লাভ ও সে জন্য চেষ্টা করাকে। আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি কবুতর অত্যন্ত পসন্দ করিতেন। শাহজাহানপুর হইতে ৩০০৲ টাকা দিয়া এক জোড়া কবুতর আনাইয়া ঐগুলির লড়াইর তামাশা দেখিতেছিলেন। এক বাজ আক্রমণ করিয়া বধ করিল। আমি বলিলাম, "দেখুন ইহাও কুরবানী"। বহু কুরবানী নিয়া বাজের জীবন। ব্যাঘ্রের জীবনও অনেক প্রাণীর উপর নির্ভর করে। বিড়ালের জন্য ইঁদুরগুলি কুরবান হয়। তারপর জলের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই মাছের মধ্যেও এই কুরবানীর নিয়ম প্রচলিত আছে। তিনি মাছের জন্য সহস্র সহস্র মাছ কুরবান হয়। তেমনই অজগর। মুরগ ইহার জন্য কুরবান হয়। বস্তুতঃ, উচ্চ প্রাণীর জন্য সদা নীচ প্রাণী কুরবান হয়। মানুষের সেবায় কত প্রাণী নিয়োজিত। কেহ চাষ কার্যে কেহ গাড়ী টানায়, কেহ সুস্বাদু খাদ্য হওয়ার জন্য। ইহার উপরেও এক শৃঙ্খল গিয়াছে। এক ব্যক্তি অন্যের জন্য তাহার ধন, সময় বা প্রাণ কুরবান করে। সিপাহী কুরবান হইতে থাকে। নায়ক রক্ষা লাভ করেন। আবার বহু নায়ক কুরবান হন। প্রধান সেনাপতির প্রাণ নিরাপদ থাকে। আবার কোন কোন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। বাদশাহ রক্ষা লাভ করেন। বস্তুতঃ, কুরবানীর সিল্‌সিলা বহু দূর-গামী। ইহাতে কোন কোন হিন্দু জবেহ ও কুরবানীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে নাকে কীট জন্মিলে ঐগুলিকে মারা দোষণীয় মনে করে না; বরং যে চিকিৎসক ঐগুলিকে নষ্ট করেন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকে। কৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য প্রকারে সেবাও করে। তারপর, ইহলোক ছাড়িয়া পর জগতের জন্য কুরবানী করা হয়। প্রাচীন সময়ে এই প্রথা পাওয়া যাইত যে, কোন বাদশাহের মৃত্যু হইলে তখন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত, যাহাতে তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম ফেলিস্তীনে বাস করিতেন। সেখানে নরবলি

প্রথা প্রবল ছিল। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে উপদেশক করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্‌ সালাম স্বপ্নে দেখিলেন তিনি পুত্র কুরবানী করিতেছেন। তখন তাঁহার বয়স ৯৯ বৎসর। একই মাত্র সন্তান। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁহার বংশধরকে কখনও গননা করা যাইবে না। এই বয়স ও বংশ চলার জন্য একটি মাত্র সন্তান। ইহাকে জবেহ করিবার আদেশ হইল। স্বপ্ন বিষয়ক সাধারণ কথা, কেহ তাহার পুত্র জবেহ করিতেছে দেখিলে উহার পরিবর্তে ছাগাদি কোন জন্তু জবেহ করিবে। সেইরূপ, এখানে বলা হইল যে, তিনি তাঁহার পুত্র জবেহ করিবেন কিন্তু অহী ইলাহী (ঐশী-বাণী) দ্বারা প্রকৃত বিষয় জানান গেল যে, দুম্বা জবেহ করিতে হইবে। লোককে বুঝান হইল যে, তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ যাহা দেখিয়া মানুষ কুরবানী করিত, তাহার মূলেও ইহাই নির্দেশ করিবার ছিল যে, মানুষ বলি ছাড়িয়া মানুষ পশু কুরবানীর দিকে মনোযোগী হয়। যাহা হউক, ইহার কল্যাণে সহস্র সহস্র সন্তান বলি হইতে রক্ষা পাইল। কারণ উত্তমের জন্য অধম কোরবান হইয়া থাকে। কুরবানী করিবার শিক্ষা মানুষ পাইল। এই কুরবানীর শৃঙ্খল পশু পাখী সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়। তারপর, পার্থিব রাষ্ট্রগুলিতেও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তার প্রথম উপদেশ প্রচার করেন। "রাব্বাকা ফাকাব্বের" ["তোমার স্রষ্টা ও পালন কর্তার গৌরব ঘোষণা কর —'সুরাহ্‌ দায়েসের"] ও "রাব্বুকাল ইকরাম" [তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তা মহামহিমান্বিত ও অপার দাতা।"—'সুরাহ্‌ আলাক'] বাণীগুলি দ্বারা ইহা আরম্ভ করা হয়। তারপর, 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু' ['আল্লাহ্‌ ছাড়া আরাধ্য ও উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশী নাই'] শিক্ষার মূলে রহিয়াছে, "ওয়ার-রুজযা ফাহ্‌জুর" ['শেরেক ও অপবিত্রতার বিলোপ সাধন কর'।"—'সুরাহ্‌ মুদাসসের'] ইহা সোজা ও স্পষ্ট শিক্ষা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছিল:

يؤتكم اجوركم ولا يسئلكم اموالكم

অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌-তা'লা তোমাদের ধন চান না, তিনিই কর্মের প্রতিফল দিয়া থাকেন।" ['সুরাহ্‌ মুহাম্মদ,' ৩ আয়েত] সেই জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছিলেন,

ما اسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى

"আমি শুধু তোমাদের নিকট এই প্রতিদান চাই যে, তোমরা পুণ্য কর্মে ও তোমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে প্রেম প্রতিষ্ঠা কর।"

['সুরাহ্‌ শোরা', ২৪ আয়েত।] প্রাথমিক শিক্ষাতেও কোথাও মালের উল্লেখ নাই। তারপর এই শিক্ষায় উন্নতি করিবার পর বলিলেন :

حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان - لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم -

["তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌ ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং তোমাদের হৃদয়ে ইহাকে সুন্দর করিয়াছেন এবং তিনি কুফর (অবিশ্বাস), দুষ্টতা ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট ঘৃণিত করিয়াছেন।"—'সুরাহ্‌ হুজুরাত,' ৮ আয়েত। "তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই লুটাইয়া দিলেও তুমি তাহাদের হৃদয় প্রেম-গ্রন্থিত করিতে পারিতে না।" সুরাহ্‌ আন্‌ফাল, ৬৪ আয়েত]

তারপর, সদাচারের আদেশ ও অন্যায় বর্জনের শিক্ষা দিয়াছেন। তারপর, এই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, সাহাবা কেরামের মধ্যে প্রেমের বীজ বপন করেন এবং পারস্পারিক এই সৌহৃদ্য পৃথিবীর সব ধন ভাণ্ডার ইহার জন্য ব্যয় করিলেও কদাচ ইহা লাভ করা যাইত না। এই আয়েতের পরিপেক্ষিতে আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, অন্ততঃ এই আয়েত নাযিল হওয়া পর্যন্ত যত সাহাবা ছিলেন, সব ভাই ভাই ছিলেন এবং ইহা শিয়াদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উক্তি। তারপর, তাঁহাদের শিক্ষা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিল, তখন তাঁহাদের নিকট ধন কুরবানী চাওয়া হইল। তারপর, ধন হইতে উন্নতি করিয়া প্রাণ কুরবানী শুরু হইল। ইহা কোন নূতন কথা নয়। প্রত্যেক জাতিতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে :

لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه

["প্রত্যেক জাতির জন্যই আমি তাহাদের পালনীয় কুরবানীর নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়াছি!" —"সুরাহ্‌ হজ", ৬৮ আয়েত।]

আমার এক বন্ধু আছেন। প্রীতির সময় তিনি আমাকে দেখিলেন যে আমি অধিকাংশ সময় হাদিস পড়াইতে ব্যয় করিয়া থাকি। তিনি আমার আরো সচ্ছলতা দেখার কামনা করিতেন। এজন্য তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি যত সময় হাদিস অধ্যাপনায় ব্যয় করেন চিকিৎসায় ইহার অনেকাংশে ব্যয় করিলে, কত আরাম হইতে পারে।" তখন আমি ভাবিলাম, দুই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাঁহার বাক্য পড়াই এক তো তাঁহার প্রেম এবং অপর প্রেম ইঁহার, যিনি হাদিস পড়ান নিষেধ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি মনে করিতে পারেন যে, আমি স্বীকার করিয়া লইব,

দেখুন, আমি 'কুরবানীর মসয়লা' পাঠ করিয়াছি।"

নীচ স্থানীয় প্রিয় বস্তুগুলিকে উচ্চ প্রেম বিষয়গুলির জন্য কুরবানী করিবার দৃশ্য আমরা সর্বত্র দেখিতে পাই। যে রাস্তার গাছ বড় করিবার উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে নীচের শাখাগুলি কাটিয়া দেওয়া হয়। তারপর, গাছে ফুল ধরিলে এবং গাছ অধিক ভরাক্রান্ত হইলে উত্তম অংশের জন্য অধম অংশ ছাঁটা হয়। আমার নিকট এক ব্যক্তি 'সারু ফল' আনিয়া বলিল, "এবৎসর ফল খারাপ হইয়াছে।" আমি বলিলাম, "কুরবানী করা হয় নাই।" পর বৎসর খারাপ ফল ও ডাল পালা কাটিয়া দেওয়ায় ভাল ফল ধরিয়াছিল। লোকে পার্থিব বিষয়ে তো এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করে না। জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ তা'লার ভয়। যেমন, আল্লাহ্-তা'লা বলেন:

انما يخشى الله من عباده العلماء

[আল্লাহ্-তা'লার দাসগণের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান থকে, তাহারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে।" —সুরাহ্ ফাতেহা, ২৮ আয়েত]

সুতরাং, লোককে আল্লাহ্‌র ভয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞানর্জন করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ঐশী-ভয় ও আত্মা-শিক্ষা ('তহযিবুন্-নফস') তো লয় পাইয়াছে। এদিকে কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনি পড়ায় সব সময় ব্যয় করা হয়। কিন্তু হৃদয়ের উপর কিতাব বর্ণিত বিষয়ের ক্রিয়া নাই। ইহার প্রয়োজনও মনে করা হয় না। আমি রামপুর ছিলাম। সেখানে দেখিয়াছি লোকে মস্‌জিদের এক কোণে সকালে নামায পড়িয়া নিত এবং মোল্লাকে জাগাইত না। কারণ তিনি বহু রাত্রি কিতাব পড়িয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গান হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার জন্য জ্ঞানর্জন। কিন্তু লোকে শৈথিল্য ও চিত্ত-বিকৃতির জন্য 'জ্ঞান' ব্যবহার করিতেছে। অন্যের সংশোধনের দাবী করা হয়, কিন্তু আত্ম-সংশোধন সম্বন্ধে বে-খবর থাকা হয়।

কথা বলিতে মিথ্যার পর মিথ্যা বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'লানৎ' করাও হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, "বিজ্ঞাপন দাতাগণ লুট করিতেছে। কিন্তু আমাদের কথা সব সত্য।" তারপর, এই প্রকারে লোক ঠকান হয়।

ওয়ায়েজদেরও একইরূপ অবস্থা। আমি আমার মধ্যেও এক বিপদ দেখিতে পাই। আমার জন্যও দোয়া করিবেন এবং নিজের জন্যও দোয়া করিবেন কোন ভ্রাতার কোন দোষ দেখিতে পাইলে একটু কষ্ট করিতে হইবে। ৪০ দিন দোয়া করিবার পর কাহারও নিকট 'শিকায়েত' (বা দোষ বর্ণনা) করিতে হইলে করিবেন। খোদা-তা'লা পরিষ্কার বলেন :

لن ينال الله لحومها

['কুরবানীর গোশ্‌ত আল্লাহ্-তা'লার নিকট পৌঁছায় না।" —'সুরাহ্ হজ', ৩৮ আয়েত]

কুরবানীর ব্যাপারে খোদা গোশ্‌তের বুভুক্ষু নহেন। খোদা পাওয়ার জন্য 'তাকওয়া' চাই। তিনি আমাদিগকে তিনি পর্যন্ত পৌঁছিবার একটি উপায় শিক্ষা দিয়াছেন : 'অধম উত্তমের জন্য কুরবানী করিবে'। তাক্‌ওয়া তবেই লাভ করা যায়, যদি সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা হয়, ধর্ম-জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু জ্ঞান পালনকে উপরে স্থান দিবে। আমি শুধু বিদ্যার্থীদিগেই বলিতেছি না। এখানে যাঁহারা আছেন, সকলেই জ্ঞান অন্বেষণ করিতেছেন। সকলেই বিদ্যার্থী। এই খুৎবাও একটি শিক্ষা। দেখুন, খোদা-তা'লা হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামকে আদর্শরূপে উপস্থিত করিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের ধর্মকে আত্ম-ঘাতি ছাড়া কেহ ছাড়িতে পারে না। ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামকে খোদা-তা'লা বরগুজিদা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তিনি আত্ম-সংস্কারকদের অন্যতম।

যাবতীয় প্রেম, শত্রুতা ও কার্যে নীচকে উচ্চের জন্য কুরবান করিবার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহা হইলে আপনারা ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের অনুরূপ পুরস্কার পাইবেন। আজ্ঞাপালনকারীদের পথ গ্রহণ করিবেন। আমি তো হযরত সাহেবের [অর্থাৎ হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের —সঃ আহ্‌মদী] মজলিসেও কুরবানীই শিক্ষা করিতাম। তিনি যখন কিছু বলিতেন, তখন আমি দেখিতাম যে, আমার মধ্যে তো এই দোষ নাই?

খোদা-তা'লার হুযুরে প্রিয় হওয়ার জন্য রসুলের অনুবর্তিতা অত্যাবশ্যক।

ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله -

["বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমার আদর্শ পালন কর, আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।"—'সুরাহ আল-ইম্‌রান' ৩২ আয়াত]

সারা দুনিয়া কুরবান করিয়া মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অনুবর্তিতা করিতে হইবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম কত বড় কুরবানী করিয়াছিলেন? এই কুরবানীর ফলেই তিনি এমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, খোদা-প্রেম প্রাপ্ত ব্যাক্তিগণের মধ্যে তাঁহাকে বিশিষ্ট 'মহবুব' বলিয়া দেখা যাইতেছে।

যে কুরবানী করে, আল্লাহ্-তা'লা তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। সে আল্লাহ্‌র তা'লার 'অলি' (বন্ধু) হইয়া পড়ে। তারপর তাহাকে 'প্রেমের প্রকাশ' করা হয়। তারপর আল্লাহ তাহাকে 'অবুদিয়ত' দেন। এই মকামে পৌঁছিয়া অনন্ত উন্নতি করা যাইতে পারে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালামকেও আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছিলেন. "আস্‌লিম" [আত্ম সমর্পন কর]। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, 'আস্‌লামতু লে-রাব্বিল্-আলামীন' ["আমি সর্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্ম-সমর্পন করিলাম"]

যাহা হউক, 'অবুদিয়তের' এই সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়ার পর ইহাতে 'ইস্‌মাত' (নিষ্পাপাবস্থা) জন্মে এবং খোদা-তা'লা এইরূপ ব্যাক্তিকে তবলীগ করিবার সুযোগ দেন। তারপর, তাহার এক প্রকার ধাত (চরিত্র) হইয়া পড়ে। কেহ মানুক বা মানুক তাঁহার মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মে এবং হৃদয়গ্রাহী সাক্ষাৎ বাক্য দ্বারা সে লোককে সৎ-কার্যের উপদেশ দেয়। তারপর সময় আসে যখন প্রত্যাদেশ হয় যে, লোকের নিকট এইরূপ বল। এইরূপ ব্যাক্তি যতই উন্নতি করিতে থাকে, খোদার অনুগ্রহ বাড়ে এবং আরো মর্যাদা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

কুরবানীর দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যাক্তির জন্য অত্যন্ত ,উপকার জনক। নিজ নিজ আমল (কর্ম) পরীক্ষা করুন। কথা, কার্য, আনন্দ, আচরণ ও লোকের সহিত মেলামেশা সব বিষয়েই ভাবিয়া দেখুন অধমকে উত্তমের জন্য তরক করিয়াছেন কি-না? যদি করেন, তবে 'মুবারক' (ধন্য)।

ত্রুটিযুক্ত কুরবানী আমাদের ছাড়িতে হইবে। আপনাদের কুরবানীতে কোন প্রকার খুঁত যেন

না থাকে। শিং-কাটা, কান-কাটা না হয়। কুরবানীর তিনটি উপায় আছে।

(১) আস্তাগফার

(২) দোয়া

(৩) সৎ-সঙ্গ।

মানুষ সঙ্গ দ্বারা মহা ফল লাভ করে। সাধু সঙ্গ লাভ করিবেন। কুরবানীর জন্য তিন দিন। যে আধ্যাত্মিক কুরবানী করে, সে জানে সবই তাহার জন্য সমান।

আমি অপনাদিগকে রোজ ওয়াজ শুনাই। খোদা আমল করিবার তৌফিক দিন।

'বড় ও প্রকৃত ঈদ'

- হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী

(আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা)

মুসলমান প্রকৃত ঈদ, প্রকৃত আনন্দ তখনই লাভ করিতে পারে, যখনই বর্তমান ধন দৌলত, সম্মান, আবরু, সাচ্ছন্দ্য, প্রভাব প্রতি-প্রত্তি, 'তাকওয়া তাহারৎ,' নেকী ও এবাদত এবং পদ-মর্যাদার অন্বেষণ ও লাভ করায় আপ্রাণ চেষ্টা দ্বারা এই সকল হারাণ জিনিষ লাভ করে এবং যেভাবে এক সময়ে পৃথিবীতে ইস্‌লাম ছিল, সেইভাবে এখনও ইস্‌লাম আধ্যাত্মিকভাবে এখনও 'গালিব' থাকে। জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত করিতে হইবে যে, কাহারও ঘাড় ইস্‌লামের যুক্তির সম্মুখে উচ্চ থাকিতে পারে না এবং কোন অসত্য ইহার সত্যের মোকাবিলার সাহস করিতে পারে না। তখন, কেবল তখনই মুসলমান প্রকৃত আনন্দ

ও ঈদ উৎসব করিবার যোগ্য হইবে এবং উহাই সত্যিকার ঈদ ও প্রকৃত আনন্দের দিন হইবে।

সেইরূপ, আমি জমাআতকে বিশেষভাবে তাগিদ করিতেছি এবং জোর দিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে, আপনাদের জন্য এক অতি বড় ঈদ লুক্কায়িত আছে এবং উহা ইহাই যে, পৃথিবীর সব মানুষ আপনাদের দ্বারা সত্যের ও সাধুতার ময়দানে সমবেত হয় এবং সব ধর্ম এই প্রকৃত আলোকের তৃপ্তিকর সুধা পান করিতে আরম্ভ করে, যাহা খোদা-তা'আলা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দ্বারা পৃথিবী রক্ষার জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহা প্রকাশের জন্য আল্লাহ্-তা'আলা এযুগে হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামকে পাঠাইয়াছেন।

['আল্-ফযল' ৩০-৮-৫০ সন]

প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ঈ'দ উহাই হইতে পারে, যাহা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ আলাইহে ওসালামের ঈ'দ। যদি আমরা ঈ'দ পালন করি এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ঈ'দ না করেন, তবে আমাদের ঈ'দ কদাচ ঈদ' বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এবং ইস্লামের ঈ'দ 'সেওয়াই' খাওয়ায় হয় না', 'দুধ-খোর্মা' খাওয়াতেও হয় না। ঈ'দ কোরআন ও ইস্লাম বিস্তারে হয়। যদি কোরআন ও ইস্লামের বিস্তার সাধন হয়, তবে আমাদের ঈ'দে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামও যোগদান করিবেন।***

ইহাই চেষ্টা করিতে হইবে যে, ইস্লামের বিস্তার সাধন হয়, কোরআন বিস্তার লাভ করে, যাহাতে আমাদের ঈ'দে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামও যোগদান করেন। যদি আজিকার ঈ'দে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামেরও ঈ'দ হয়, তবেই সমগ্র মুসলমানের ঈ'দ।***

আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবার পরিজনের এরূপ ইসলাহ করুন, যাহাতে তাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন যে. কিয়ামত

পর্যন্ত ইস্‌লামের পতাকা উড়িতে থাকিবে এবং উহা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তার করিবে।*** আপনারা দোয়াতে মগ্ন হউন, যাহাতে সেই ঈ'দ, যাহা সত্যিকার ও প্রকৃত ঈদ আমাদের নিকটবর্তী হয়।

['আল্‌-ফযল', ৮-৫-৫৭ সন]

প্রকৃত ঈ'দ উহাই, যাহার মধ্যে ঈ'দের লওয়াজিম পাওয়া যায়। হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এ জন্য ঈ'দ পালন করিতেন যে, তিনি খোদা পাইয়াছিলেন। সাহাবাগণ এজন্য ঈ'দ পালন করিতেন যে, তাঁহাদের প্রভুর অর্থাৎ খোদার বাদশাহাত পৃথিবীতে কায়েম হইয়াছিল। তাঁহার সম্পত্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের হাত হইতে সেই সম্পত্তি এক একটি করিয়া ছিন্ন হইয়াছে। এখন মুসলমান পৃথিবীতে সব চেয়ে অনুন্নত জাতি বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, মুসলমান কি এ জন্য ঈ'দ পালন করে যে, তাহাদের প্রভুর সম্পত্তি হৃত হইয়াছে? এ জন্য কি ঈ'দ পালন করা হয় যে, উহাতে ন্যায় বিচার বা ইন্‌সাফের বৃত্তি নাই? তাহারা কিসের কারণে সন্তুষ্ট? শুধু নূতন জামা ও ভাল খাওয়াতে খুসি? প্রকৃত বিষয় এই যে, প্রথমে ঈ'দ পুরস্কাররূপে ছিল, এখন শাস্তি। যে ঈ'দ আসে উহা আমাদের নিকট দাবী করে: 'বল, তোমরা ঈ'দ পালন কর কেন'? এক দিকে আমরা এই দাবী করি যে, হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম আমাদের নেতা। অন্য দিকে আমরা তাঁহার নেতৃত্ব ছিন্ন হইতেছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার ধর্ম নিপীড়িত, আমরা নিশ্চিন্ত। এই প্রশ্নের উত্তর কি, আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমাদের মধ্যে ধনের ও প্রাণী কুরবানী পাওয়া যায় এবং খোদা-তা'আলার দরগাহে পতিত হইয়া আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পূর্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি, তবে সত্যই আমাদের ঈ'দ এবং আমরা আল্লাহ-তা'আলার ও রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসল্লামের সন্মুখে চক্ষু মেলিয়া চাহিবার যোগ্য। নচেৎ, আমাদের ঈ'দ কিছুই নয়, বরং প্রত্যেক ঈ'দ আমাদিগকে পূর্বাপক্ষা অধিকতর মরায় পরিণত করিবে।

আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান এমন আছেন যাঁহারা নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, ইস্‌লামের নাম শুধু মুখে রহিয়া গিয়াছে এবং কুফর বিশ্বব্যাপী

প্রবল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদের হৃদয়ে কোন ব্যথা হয় না। তাঁহাদের চিত্তে কোন দুঃখ হয় না। তাঁহারা ঈ'দের আনন্দ করেন। কাপড় পরিবর্তন করেন। দেশের প্রথা অনুযায়ী সকালে 'সেওয়াই' নাশ্‌তা করেন। অথচ এখন ইস্‌লাম এমন সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, যাহা দেখিয়া কোন সাচ্চা মুসলমান এক গভীর শোকানুভব না করিয়াই পারে না।*** এখন পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পল্লী ও সহর এমন আছে, যেখানে মুসলমানের নির্মিত অনেক মসজিদ অনাবাদ। ঐ গুলিতে খোদা-তা'আলার সম্মুখে 'সেজ্‌দা' করে বলিয়া কাহাকেও দেখা যায় না। নির্মাতাগণ তো ঐ গুলিকে এজন্য তৈরী করিয়াছিলেন যে, উহাদের মধ্যে খোদা-তা'আলাকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু এখন ঐগুলি অনাবাদ। এখন, যে পর্যন্ত এই প্রকার সব মসজিদই আবার ইস্‌লামের গৌরবের জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত না হয় - যে পর্যন্ত কোরআনের হুকুমত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ঐ পর্যন্ত যদি কোন ব্যক্তি শুধু 'বাহ্যিক ঈদেই' সন্তুষ্ট হয় এবং নূতন কাপড় পরিয়া মনে কর যে ঈ'দ পালন হইয়াছে, তবে তাহার গাইরত নাই। সেইরূপ, যে ব্যক্তি সাহস-হারা হয়, সে-ও অত্যন্ত লাঞ্ছিত কাপুরুষ। কোন সন্দেহ নাই, আমাদের খোদা আমাদিগকে বাহ্যিক আনন্দ করিবারও আদেশ দেন এবং আমরা আনন্দ করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা তখনই আনন্দ করিতে পারি, যখন পৃথিবীর সর্বত্রলাভ করে ইস্‌লাম বিস্তার লাভ যখন মসজিদগুলি আল্লাহ্‌-তা'লার জিকীরকারীদের দ্বারা পূর্ণ হয় এবং যখন মুহাম্মদ রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ও কোরআন করীমের হুকুমত বিশ্বের কোণে কোণে স্থাপিত হয়।** আমাদের 'সব চেয়ে বড় ঈ'দ' তখনই হইবে, যখন ইস্‌লাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করে এবং বিশ্বের প্রতি কোণ 'আল্লাহু-আক্‌বর' ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হয়।

['আল্‌-ফযল,' ১৫—৩—৬১)

পৃথিবীর জন্য সব চেয়ে বড় ঈ'দের দিন ইহাই যে, মুসলমানগণের মধ্যে কেহ আলাহ্‌-তা'আলার 'নিদর্শন (আয়াত) পাঠক' —তাহাদিগকে খোদা-তা'আলা হইতে সাহায্যের সুসংবাদ-দাতা থাকেন। খোদা-তা'লার সহিত তাহাদিগের মিলন ঘটান, এরূপ কেহ থাকেন। ইহা হইতে

يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا।

["যত মানুষ আছ, শোন! আমি তোমাদের সকলের নিকট রসুল হইয়া আসিয়াছি।"]

পৃথিবী ছোট্ট খাট অনেক ঈ'দ দেখিয়াছিল। হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের সময় ঈ'দ হইয়াছিল। হযরত দাউদ, হযরত মসিহ্, হযরত কৃষ্ণ, হযরত রামচন্দ্র, হযরত জরথুস্ত্রের সময়ে ঈ'দ হইয়াছিল। কিন্তু ঐগুলির কোনটি হিন্দুস্তানের জন্য ঈ'দ ছিল, কোনটি মিসরের জন্য, কোনটি ইরাণের জন্য ঈ'দ ছিল। এ জন্য এই সবগুলিই ছোট ছোট ঈ'দ ছিল। কিন্তু হযরত আদমের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীতে যদি কোন 'বড় ঈ'দ' হইয়াছিল, তবে উহাই ছিল, যখন খোদা-তা'আলা তাঁহার মনোনীত ও অভিষিক্ত পুরুষকে বলিয়াছিলেন: "সমগ্র বিশ্ববাসীকে একত্রিত কর"। ইহাই 'বড় ঈ'দ'।

তারপর, ঈ'দ সেই দিন ছিল, যখন খোদা-তা'আলা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামকে আবির্ভূত করিয়া সম্যক প্রচারের সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিন উপস্থিত হইল যখন:

ليظهره على الدين كله

['যাহাতে সব ধর্মের উপর ইস্‌লামের প্রধান্য স্থপিত হয়']

সফল হওয়া সুনির্দিষ্ট ছিল। ইস্‌লামী শরীয়তের পূর্ণতা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামে দ্বারা হইয়াছিল * *

যখন সকলেই কার্যতঃ একই ধর্মে আনীত হইবে, তখন ইহার ফলে যে ঈ'দ হইবে, তাহা অত্যন্ত 'বড় ঈদ' হইবে। এই ঈ'দ পালনের দায়িত্ব খোদা-তা'আলা আমাদেরই উপর অর্পন করিয়াছেন। আপনারা আনন্দিত হউন, ধন্য আপনারা! এই বড় ঈ'দ আনার যুগ হযরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস্ সালামেরই যুগ। ইহারই সম্বন্ধে খোদা-তা'আলা বলিয়াছিলেন:

ليظهره على الدين كله

অর্থাৎ মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের যুগেই ইস্‌লাম সব ধর্মগুলির উপর প্রাধান্য লাভ করিবে এবং আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সত্য হযরত মহিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম ও তাঁহার জমাআতের দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়া সকলকে একই স্থানে একত্রীভূত করা হইবে। তখনই আমাদের 'ঈ'দ' হইবে। ['আল্ ফযল,' ১২-১০-১৬ সন]

যদি আপনারা প্রকৃত ঈ'দ দেখিতে চান, ইহার জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে এবং তাহা এই যে, কোরবানী করুন। খোদা-তা'আলার দ্বীনের খেদমত ও তাঁহার বাণী উচ্চ করিবার জন্য তাঁহার তরফ হইতে যে সব সত্য পৌঁছিয়াছে, তাহা বিস্তারে আপনাদের জান মাল, সময়, জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, উৎসাহ উদ্যম, আগ্রহ, আত্মীয় ও পরম নিকটাত্মীয় সবই কুরবান করিতে হইবে। কুরবানী ছাড়া কোন ঈ'দ নাই। যতই বড় কুরবানী, ততই বড় ঈ'দ। ['আল্-ফযল,' ৫ | ৫ | ২৫ সন]

ইস্লাম এমন কোন ঈ'দ স্বীকার করে না, যাহার সহিত কুরবানী নাই। আমি আমার জমাআতের ব্যক্তিগণকে এই কুরবানীর দিকে মনযোগী হওয়ার জন্য আহ্বান করিতেছি। আপনারা খোদার জন্য সব জিনিষ কুরববানীর জন্য প্রস্তুত হউন। কোন জিনিষকেই খোদা-তা'আলার ধর্মের মুকাবিলা প্রিয় জ্ঞান করিবেন না। *** আল্লাহ্-তা'আলা আমাকে ও আপনা-দিগকে—পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, কাদিয়ানবাসীই হউন বা বাহিরের জমাতগুলিরই হউন—সকলকেই খোদা-তা'আলার পথে চলিবার সামর্থ্য দিন। তাঁহার ধর্ম প্রচারের জন্য কোন জিনিষ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিবেন না। বরং প্রতেক জিনিষই হৃষ্টচিত্তে ব্যয় করি-বেন, যাহাতে আল্লাহ্-তা'আলার ঐ মহা সুসংবাদের যোগ্য হন, যাহার একাংশ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ও সাহাবাগণের সময় সফল হইয়াছিল এবং অপরাংশ আমাদের পূর্ণ করিতে হইবে। আল্লাহ্-তা'আলা আমাদিগকে সেই দিন দেখান, যখন ইসলাম সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্-তা'আলার গৌরব পৃথিবীতে

কায়েম হয়, আমাদের উপর আল্লাহ্-তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হয়, পৃথিবী- বাসী খোদার দিকে অগ্রসর হয়, তারপর আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্-তা'লা আম'দের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমীন! ['আল্-ফযল,' ৪-৮-১৭ সন]

ঈদুল আযহার জরুরী মসায়েল

(নাজারতে ইস্‌লাহ্ ও ইরশাদ)

১। ঈ'দুল্-আয্‌হা প্রতি বৎসর যুল্-হজ্ মাসের ১০ই তারিখে পালনীয়।

২। ঈ'দে সমস্ত মুসলমান পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং ছেলে-পেলের সামিল হওয়া কর্তব্য।

৩। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের তরীক দ্বারা নির্ণীত হয় যে, তিনি ঈ'দের দিনকে একটি জাতীয় উৎসবের দিন বলিয়া নির্দেশ করিতেন। এ জন্য এই দিন সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য তাহাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও চেহারা দ্বারাও প্রকাশ করিবে যে, তাহারা এই উৎসবে যোগদান করিতেছে। কিন্তু শরীয়ত বিরুদ্ধ প্রথা, বা অনুষ্ঠান ও বৃথা কার্যাদি হইতে সর্বদা বিরত থাকিতে হইবে।

৪। ঈ'দের জন্য গোসল করিয়া ভাল লেবাস

পরিয়া যথাসম্ভব সুগন্ধি ব্যবহার পূর্বক যাইতে হইবে।

৫। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আইহে ও সালামের সময় ঈদ, সাধারণতঃ, ঈদগাহেই সমাপিত হইত। কিন্তু হাদিস হইতে জানা যায় যে, কোন কোন ঘটনা উপলক্ষে তিনি নবুয়ী মসজিদেও ঈ'দ পালন করেন।

৬। ঈদুল্-আয্হার সময় চাশ্তের প্রথম সময় হইতে শুরু হয়, যখন সূর্য প্রায় এক বর্শা উপরে উঠে। আজকালকার মৌসুম অনুসারে প্রাতে প্রায় ৬টা হইতে ঈদুল-আয্হার সময় শুরু হয়।

৭। ঈদুল্ আয্হায় প্রথমে দুই রাকআত নামায জামাআতের সহিত আদায় করিতে হয়। এই ছাড়া নামাযের পূর্বে বা পরে কোন নফল বা সুন্নত পড়িবার নিয়ম নাই। নামাযের পর ইমাম খুৎবা পাঠ করেন। তারপর, অবস্থানুযায়ী কোন পশু কুরবানী করা হয়।

৮। সাধরণতঃ, আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ঈদ হইতে ফারেগ হইয়া রাস্তা পরিবর্তন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন। অর্থাৎ, যে পথে নামায পড়িবার জন্য যাইতেন, ফিরিবার সময় ঐ পথে না যাইয়া অন্য পথে যাইতেন।

৯। ঈদের নামাযের জন্য 'আযান' দেওয়া হয় না এবং 'একামত' ও পাঠ করা হয় না।

১০। ইমাম তকবীর তহরীমার পর 'সাত তকবীর' কিরাতের পূর্বে প্রথম রাকাআতে এবং 'পাঁচ তকবীর' কিরাতের পূর্বে দ্বিতীয় রাকাআতে উচ্চেস্বরে পাঠ করেন এবং প্রতি বারই তাঁহার হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া থাকেন।

১১। ঈ'দের নামাযের কিরাত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করা হয়। সাধারণতঃ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সুরাহ্ ফাতেহার পর প্রথম রাকাতে 'সুরাহ্ আ'লা'

এবং দ্বিতীয় রাকা'তে 'সুরাহ্ গাশিয়া' তেলাওত করিতেন।

১২। নামায হইতে ফারেগ হইয়া ইমাম খুৎবা দেন। আহাদিস হইতে জানা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম সাধারণতঃ ঈ'দের খুৎবায় ঈ'দ সংক্রান্ত বিষয়, বিশেষতঃ কুরবানীর ব্যাখ্যা দান করিতেন।

১৩। খুৎবার পর 'কুরবানী' করা হয়। কুরবানী ঈ'দের দিন, তারপরেও আরো দুই দিন অর্থাৎ ১২ই 'যুল্-হজ্' পর্যন্ত করা যায়।

১৪। 'ঈ'দুল-আয্হার' দিন এবং উহার দুই দিন পর্যন্ত উচ্চ স্বরে তক্‌বীর পড়া উচিত। সুন্নত অনুসারে 'তকবীরের' শব্দগুলি এই :—

'আল্লাহু-আক্‌বর,' 'আল্লাহু আক্‌বর,' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওআল্লাহু আক্‌বর' 'আল্লাহু আকবর' ও 'লিল্লাহিল্ হাম্‌দ'।

১৫। এই তকবীরগুলি ১২ই 'যুল-হজ্' নামাযের পর পর্যন্ত পড়া উচিত।

●

ঈদ মুবারক বাদ

আল্লাহ্-তা'লা এই ঈদ 'আহ্‌মদীর' গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা ও আমাদের সকলের জন্য মুবারক করুন।

আমীন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Wor
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar